দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2[illegible] JAN-1994
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ৪

24 -

কৃষিবিজ্ঞান পড়েও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় না!

দোলন হাবিব, *কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে*

সম্প্রতি সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যার প্রশংসা করা হয়েছে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয়তে। পক্ষান্তরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি বিজ্ঞান পড়ার অপরাধে দেশের একমাত্র উচ্চতর কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর থেকে ভর্তি হতে দেয়া হচ্ছে না। গত ৬ জানুয়ারি চলতি সেসনের প্রথম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলারে একই নিয়ম বলবৎ রাখা হয়েছে। ফলে এবারও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিকে শুধুমাত্র কৃষি বিজ্ঞান পড়ার শাস্তিস্বরূপ প্রথম বর্ষে (সম্মান) সকল অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করার নূন্যতম সুযোগ থেকে, বঞ্চিত হচ্ছে।

জানা যায়, এ যাবত কাল পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় কোন ছাত্রছাত্রী কৃষি বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, আরবী অথবা যে কোন একটি বিষয় আবশ্যিক বা ঐচ্ছিক হিসাবে পড়লে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেত। তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত অথবা জীববিজ্ঞান যে কোন একটি থাকলেই চলত। কিন্তু ১৯৯২-৯৩ সেসনে প্রথম আকস্মিকভাবে "গণিত ও জীববিজ্ঞান উভয়টিই উচ্চমাধ্যমিকে থাকতে হবে" —এধরনের অযৌক্তিক শর্ত জুড়ে দেয়ায় ঐ জটিলতা সৃষ্টির মূল কারণ। কেননা কোন ছাত্রছাত্রীকে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা, ইংরেজী, পদার্থ ও রসায়ন আবশ্যিক হিসাবে পড়ার পর যদি গণিত এবং জীববিজ্ঞান উভয়টিই পড়তে হয় তবে ৬টি সাবজেক্ট পূর্ণ হয়ে যায় (বোর্ডের সিলেবাস কারিকুলাম অনুসারে একজন ছাত্র-ছাত্রী ৬টির বেশি সাবজেক্ট পড়তে পারে না)। তাই গণিত ও জীববিজ্ঞান উভয়টি পড়লে সিলেবাস কারিকুলাম অনুসারে কোন ছাত্রের পক্ষে কৃষি বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, ভূগোল বা অন্য যে কোন একটি সাবজেক্ট পড়া অসম্ভব।

প্রশাসনের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করলে ভর্তি সার্কুলারে ত্রুটির কথা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন পর্যন্ত করতে পারছে না, যা সুদূরপ্রসারীভাবে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার প্রতি হুমকিস্বরূপ। গতবার ভর্তি সার্কুলার দেবার পরপরই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিসহ সকল ছাত্র সংগঠন প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে।

কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে একতার অভাবে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। চলতি সেসনে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কৃষি অর্থনীতি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার যেখানে কৃষি শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংকোচন নীতি, ভাবিয়ে তোলার মত বিষয়।

একজন শিক্ষক বলেন, "এমবিবিএস" কোর্সে ভর্তি হবার জন্য উচ্চ মাধ্যমিকে গণিত পড়া যদি জরুরী না হয় তবে ''পশু চিকিৎসা, পশুপালন ও মাৎস্য অনুষদে" পড়ার জন্য গণিত জরুরী হবে কেন?

"প্রত্যেক ছাত্রকে পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও জীববিজ্ঞান উচ্চ মাধ্যমিকে পড়তে হবে"—এ ধরনের কথা সার্কুলারে লেখার পরপরই "অথবা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ" —উক্তিটি লেখা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এবং বিভ্রান্তিকর। কারণ পূর্বে এমনকিছু শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত কোন ছাত্রের পক্ষেই ঐ শর্ত পূরণ করে উচ্চ মাধ্যমিকের সমমানে উত্তীর্ণ হয়ে এখানে ভর্তি আবেদন করতে পারবে না।

প্রত্যেক বছর ভর্তি সার্কুলার দেবার পর পুনঃ পুনঃ সংশোধনী দেয়া হয়। যার ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিপাকে পড়তে হয়।